

## কবিতা ১২

### প্রার্থী সুকান্ত ভট্টাচার্য

#### ৩ কবিতাটির মূলকথা

আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উভিদ, জীবজন্ম ও মানুষ জীবনধারণ করে। অচন্দ শীতে সূর্যের এই উভাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন শীতাত্ত মানুষ। কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। কবি এই শিশুদের কল্যাণে সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান, যেখানে বন্ধুহীন শীতাত্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যাবে।



#### ৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : উভিদ, জীবজন্ম ও মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সূর্যাপের অবদান ও গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব। [জ. বো. '১৭]
- শিখনফল-২ : অন্ধহীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন মানুষের কষ্ট ও দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারব। [য. বো. '১৭]
- শিখনফল-৩ : অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।
- শিখনফল-৪ : অসহায় দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হব। [রা. বো. '১৭]
- শিখনফল-৫ : দারিদ্র্যমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হব।

#### ৫ কবি-পরিচিতি

নাম : সুকান্ত ভট্টাচার্য।

জন্ম সাল : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

জন্মস্থান : কালীঘাট মাতুলালয়, কলকাতা। পৈতৃক নিবাস : কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শিক্ষাজীবন : মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (পরীক্ষায় অকৃতকার্য), বেলেঘাটা দেশবন্ধু ক্লাব।



কর্মজীবন : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। দৈনিক পত্রিকা 'ঘাসীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সম্পাদক।

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : ছাড়পত্র, ঘূম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি।

ক্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' (১৩৫১) নামক কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা।

মৃত্যু : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।

#### ৬ উৎস-পরিচিতি

'প্রার্থী' কবিতাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

#### ৭ পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্ধহীন, বন্ধুহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে।

#### ৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

প্রতীক্ষা — অপেক্ষা।

চঙ্গল	— অম্বুর, অশান্ত।
তৃক্ষা	— পিপাসা, আকাঞ্চ্যা।
উভাপ	— উষ্ণতা, তাপ।
কৃষক	— কৃষিকাজ করে যে।

#### ৯ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

সূর্য	সুনীর্ধ	প্রতীক্ষা	কৃষক	চঙ্গল	রোমাঞ্চকর	খড়কুটো	কষ্ট	রোদ্ধুর	তৃক্ষা
সং্যাতসেতে	উভাপ	রাস্তা	উলঙ্গ	জুলত	অগ্নিপণ্ড	পরিণত	কিন্তু	অক্রপণ	প্রার্থী

**জটিল ও দুর্ভুল পাঠের ব্যাখ্যা**

**নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত**
**» হে সূর্য! শীতের সূর্য।**

হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়  
আমরা থাকি,  
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঙ্গল চোখ  
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

কবি সুকান্ত ডট্টাচার্য শীতের সূর্যের কাছে তাপ প্রার্থনা করছেন।  
কারণ পৃথিবীতে সূর্যই তাপের উৎস। সূর্যের মাধ্যমেই জগৎ  
আলো ও উভাপ লাভ করে। উভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকে। কবি  
দীর্ঘ হিমশীতল রাত সূর্যের উভাপের জন্য অপেক্ষা করেন।  
কবির এ অপেক্ষা ধান কাটার আনন্দঘন দিনগুলোর জন্য  
কৃষকের অপেক্ষার মতো। কৃষকের মতো কবিও চঙ্গল চোখে  
শীতের সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষা করেন।

**» হে সূর্য, তুমি তো জানো,**

আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!  
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,  
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,  
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

কবি সূর্যের কাছে বলেছেন যে, তুমি তো জানো, আমাদের  
গরম কাপড়ের কত অভাব। আমরা সারা রাত খড়কুটো  
জ্বালিয়ে একটু উভাপ তৈরি করি। সামান্য কাপড় দিয়ে কান  
ঢেকে শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। কত কষ্টে আমরা শীত  
আটকাই। মূলত কবি নিজেকে অবহেলিত বঙ্গিত শীতাত্ত  
মানুষদের একজন হিসেবে শীতের রাতে বন্ধুহীন অভাবী  
মানুষের আর্তি সূর্যের কাছে তুলে ধরছেন।

**» সকালের এক টুকরো রোদুর—**

এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।  
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—  
এক টুকরো রোদুরের তৃক্ষায়।

সকালের রোদ শীতাত্ত মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বন্ধুহীন  
অসহায় দরিদ্র মানুষের কাছে সূর্যের উভাপ অর্থাৎ রোদের মূল্য  
সোনার থেকেও মূল্যবান। শীতাত্ত মানুষ তখন ছেটাছুটি করে  
বেড়ায় যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে যাওয়ার জন্য। তৃক্ষার জলের  
মতো তখন রোদের তৃক্ষা বিরাজ করে শীতাত্ত সবার মাঝে।

**» হে সূর্য!**

তুমি আমাদের স্যাতসেতে ভিজে ঘরে  
উভাপ আর আলো দিও,  
আর উভাপ দিও  
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

কবি শীতের সময় স্যাতসেতে ভিজে ঘরে আলো ও উভাপ ছড়িয়ে  
দিতে সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি সূর্যকে উভাপ দিতে বলেন  
রাস্তার ধারের শীতাত্ত ছেলেটাকে যার গায়ে শীত নিবারণের  
কোনো বন্ধ নেই। এখানে অসহায় দরিদ্রের প্রতি সূর্যকে তার  
আলো ও উভাপ অবারিত করার জন্য কবি আহ্বান করেছেন।

**» হে সূর্য!**

তুমি আমাদের উভাপ দিও—  
শুনেছি, তুমি এক জুলত অগ্নিপিণ্ড,  
তোমার কাছে উভাপ পেয়ে পেয়ে  
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই  
এক একটা জুলত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।

তারপর সেই উভাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,  
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব  
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

কবি সূর্যের কাছে শীতাত্তদের জন্য আলো ও উভাপ প্রার্থনার  
মধ্য দিয়ে সূর্যের প্রচল শক্তির প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন—  
জুলত অগ্নিপিণ্ড সূর্যের উভাপ পেয়ে পেয়ে একদিন আমরা  
প্রত্যেক জুলত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব। তারপর অন্যায়-  
অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে জড়তা আমাদের মধ্যে  
রয়েছে তা ঐ উভাপে পুড়িয়ে ফেলবে। তখন শোষকের শোষণ  
থেকে দরিদ্র অসহায়দের ন্যায় হিসাব বুঝে নিতে পারব। আর  
তাহলে সারারাত ধরে একটুকরো রোদের জন্য রাস্তার ধারে  
অসহায় কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কবি তখন রাস্তার  
ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবেন।

**» আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উভাপের প্রার্থী॥**

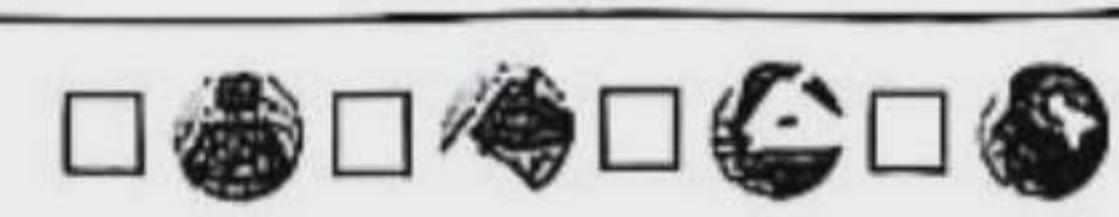
সূর্য পৃথিবীর সব মানুষকেই অকৃপণভাবে আলো ও উভাপ  
দেয়। কবি আজ সূর্যের কাছে অকৃপণ উভাপ প্রার্থনা করেছেন।  
এই ‘অকৃপণ উভাপ’ বলতে কবি এখানে মানুষকে ডেতরের  
জড়তা পুড়িয়ে ফেলার শক্তি ও সাহসকে বুঝিয়েছেন।


**অনুশীলন**


সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে  
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলননী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন  
করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।


**অনুশীলননীর প্রশ্নোত্তর**

**পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি**

**৪) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কবি সুকান্ত ডট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?

(১) ২১

(২) ২২

(৩) ২৩

(৪) ২৫

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের কবি-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-130]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : কবি সুকান্ত ডট্টাচার্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর  
বয়সে যশ্চায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

২. সকালের এক টুকরো রোদকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(১) কৃষকের চঙ্গল চোখ

(২) এক টুকরো সোনা

(৩) এক টুকরো গরম কাপড়

(৪) এক জুলত অগ্নিপিণ্ড

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলগাঠ, পৃষ্ঠা-129]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : কবি ‘প্রার্থী’ কবিতায় বলেছেন, এক টুকরো রোদ তার  
কাছে এক টুকরো সোনার চেয়েও দামি। তাই (৩) সঠিক উত্তর।

৩. সূর্যের কাছে রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটার জন্য উভাপ চাওয়ার  
মধ্যে কবির যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. সহযোগিতা

ii. সহমর্মিতা

iii. সহনশীলতা

## নিচের কোনটি সঠিক?

গ) ① i      ② iii      ③ ii      ④ i, ii ও iii

|সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-130।

► তথ্য-ব্যাখ্যা : 'প্রার্থী' কবিতায় কবি রাস্তার ধারে বদ্ধহীন শীতাত্ত ছেলেকে দেখে বাধিত হয়েছেন। ফলে তার জন্য সহমর্মী হয়ে কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন। তাই ④ সঠিক উত্তর।

## উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিয়াকতের বাবা অর্ধাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেই থেকে সে প্রচন্ড শোক বুকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে তিনি তিল করে সঞ্চয় করে কিছু টাকা। আর সে টাকা দিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে গড়ে তোলে একটি হাসপাতাল; যাতে কোনো অসহায়, দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

৮. লিয়াকতের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—

- মহানুভবতা
- মানবতা
- মমত্ববোধ

## নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ) ① i      ② iii      ③ ii      ④ i, ii ও iii

|সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-130।

► তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকের লিয়াকত তার কটার্জিত টাকা দিয়ে অসহায়, দুঃস্থ মানুষের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। ফলে তার কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার কবির মহানুভবতা, মানবতা ও মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। তাই ④ সঠিক উত্তর।

৯. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্তের জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড হওয়া আর উদ্দীপকে লিয়াকতের শোকগ্রস্ত হওয়া আসলে—

- আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা
- কল্যাণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া
- মানুষ মানুষের জন্য— এ সত্ত্যে উন্মুক্ত হওয়া

## নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ) ① i ও ii      ② i ও iii      ③ ii ও iii      ④ i, ii ও iii

|সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-130।

## ১০ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন ১** নাদিম সাহেব দামি গাড়ি ইঁকিয়ে অফিসে যাবার পথে রাস্তার সিগন্যালে অপেক্ষা করছিলেন। জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক তার গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো প্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার মহসীন বলে— স্যার, গরিব মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

- 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১
- কবি সূর্যকে জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন কেন? ২
- উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?— বর্ণনা কর। ৩
- ড্রাইভার মহসীনের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

## ১১ প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

**ক** • 'প্রার্থী' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দ্বাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

**ঘ** • জুলন্ত অগ্নিপিণ্ডের তাপ অফুরন্ত, তাই কবি সূর্যকে জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন।

• গরিব অসহায় মানুষের জন্য সৃষ্টি প্রধান অবলম্বন। কানুন তারা শীত নিবারণের উপযুক্ত কাপড় পায় না। সারারাত শীতে কট করে

অপেক্ষা করতে থাকে কখন সূর্য উঠবে— তাদের শরীরকে উষ্ণ করবে। জুলন্ত অগ্নিপিণ্ডের অফুরন্ত তাপের পাশে দোড়ালে যেমন শীতাত্ত মানুষ আরাম পায়, সূর্যের নিচে দোড়ালেও তারা তেমনি শীত থেকে রক্ষা পায়। কবি তাই সূর্যকে জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন।

**গ** • উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কবির অসহায় মানুষের প্রতি যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে, সেই ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

• বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শীতের সময় বন্দের অভাবে তারা শীত নিবারণের জন্য সূর্যকে প্রধান অবলম্বন মনে করে।

• উদ্দীপকের নাদিম সাহেব গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তার গাড়ির জানালার পাশে এক ভিক্ষুক ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো প্লাস তুলে দেন এবং বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাদেরকে তিনি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার কথা বলেছেন। তাদের জন্য সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন কিন্তু উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কবির অসহায় মানুষের প্রতি যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে সেই ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** • ড্রাইভার মহসীনের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। — মন্তব্যটি যথার্থ।

• সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য প্রবল। যার জন্য গরিবেরা নানা রকম বঞ্চনার শিকার হয়। ধনী মানুষদের তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে গরিবের কট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

• উদ্দীপকের ড্রাইভার মহসীন নাদিম সাহেবের আচরণে কট পেয়েছেন। প্রতিক্রিয়াবৃপ্ত বলেছেন, 'গরিব মানুষ, কী করবে বলেন?' তার এ অভিব্যক্তিতে আলোচ্য কবিতার দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির দিকটি প্রকাশিত হলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কানুন কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। তাদের নিষে বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চেয়েছেন।

• 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সমাজের অসহায় মানুষের অবস্থা, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করা এবং বিভাগীয়ের শোষণ থেকে তাদের মুক্তি চেয়েছেন। অসহায় মানুষের কটে কবির দরদি মন কেঁদে উঠেছে, তাই তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান। সূর্যকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন সূর্য যেন উত্তাপ দেয় রাস্তার পাশের সেই উলঙ্গ ছেলেটাকে। কিন্তু উদ্দীপকের মহসীনের অভিব্যক্তিতে শুধু দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে মাত্র, কবির ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। তাই মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

## প্রশ্ন ২

'দেখিনু সেদিন রেলে,  
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে টেলে দিল নিচে ফেলে!  
চোখ ফেটে এল জল,  
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?'

ক. 'হিমশীতল' অর্থ কী? ১

খ. আমাদের গরম কাপড়ের অভাব কীভাবে দূর হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কবিতাংশের প্রথম তিন চরণে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্যে 'প্রার্থী' কবিতায় কবির অভিমতের প্রতিফলন ঘটেছে কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

## ২২ প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

**ক** • হিমশীতল অর্থ তুষারের মতো ঠাড়া।

**ঘ** • সকালের সূর্যের উত্তাপে আমাদের গরম কাপড়ের অভাব দূর হতে পারে।

• সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভৃপুঁটে উভিদ, জীবজগত ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের সেই উভাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শীতাত্ত মানুষ। কবি মনে করেন সকালে সূর্য উঠলে তার উভাপে যেন শীতবস্ত্রহীন মানুষের গরম কাপড়ের অভাব দূর হয়ে যায়। এখানে শীতাত্ত মানুষের প্রতি কবির গভীর মমত্বোধ প্রকাশ পেয়েছে।

**গ** • উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রথম তিন চরণে যে ভাব ফুটে উঠেছে তা 'প্রার্থী' কবিতার কবির সহানুভূতিশীল মনোভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।  
• সমাজে ধনীরা সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবেরা আরও নিম্ন হয়ে পড়ছে। ধনী ব্যক্তিরা নানাভাবে গরিবদের শোষণ করছে। ফলে গরিব মানুষেরা নানা রকম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।  
• উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রথম তিন চরণে দেখা যায়, রেলস্টেশনে এক বাবু কুলিকে নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এতে করে ধনিকশ্রেণি কর্তৃক অসহায় খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতনের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আর 'প্রার্থী' কবিতায় কবি এসব অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। অসহায় শীতাত্ত মানুষের জন্য সূর্যের উভাপ কামনা করেছেন। অসহায় মানুষ যাতে সুখে থাকতে পারে সেই স্বপ্ন দেখেছেন। উদ্দীপকে খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে, যার সাথে 'প্রার্থী' কবিতার কবির সহানুভূতিশীল মনোভাবের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** • হ্যাঁ, উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্যে 'প্রার্থী' কবিতার কবির অভিমতের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।  
• বঙ্গিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা তখনই হাস পাবে যখন তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে, নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবন্ধভাবে সোচার হবে, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে প্রতিবাদ করবে।  
• উদ্দীপকের কবিতাংশে খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর ধনিকশ্রেণির নির্যাতনের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। কবিতাংশের শেষ চরণটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে দরিদ্রের কস্ট অনুভব করা অর্থাৎ মনের মধ্যে কবির প্রশ্ন জাগে এমন করেই কী দুর্বলরা সরাজীবন মার খাবে? কিন্তু 'প্রার্থী' কবিতায় কবি দরিদ্রের প্রতি সরাসরি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কবি অসহায়, বঙ্গিত মানুষের বিদ্রোহকে কামনা করেছেন। তারা যেন প্রতিবাদ করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে সে অভিমত পেশ করেছেন।  
• কবি সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে। অবহেলিত ও বঙ্গিত শিশুর প্রতি তার অসীম মমতা। কিন্তু এই মমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি তাদেরকে বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে অগ্রিমিণ্ড হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচার হতে বলেছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবল কবির মনে প্রতিবাদের প্রশ্ন জাগে। সেখানে সরাসরি প্রতিবাদের কোনো প্রকাশ ঘটেনি। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার কবির অভিমতের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

## ► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### ক সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

#### ক্রি মূলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 129

১. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি 'কৃষকের চঞ্চল চোখ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [গ. বো. '১৭]
 

ক) অসংখ্য-লালসা	গ) অধীর প্রতীক্ষা
-----------------	-------------------
২. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সূর্যের অবদান থেকে কী নিতে চান? [গ. বো. '১৬; ঢ. বো. '১৪]
 

ক) প্রেরণা	গ) শক্তি
------------	----------
৩. 'প্রার্থী' কবিতাটি কে লিখেছেন? [গ. বো. '১৬]
 

ক) জসীমউদ্দীন	গ) সুফিয়া কামাল
---------------	------------------
৪. 'চকোর চাঁচ চন্দ্রমাস' চরণে 'চন্দ্রমা' 'প্রার্থী' কবিতার কোনটির সাথে তুলনীয়?
 

ক) নকালের রোদ	গ) পথশিশু
---------------	-----------
৫. কবি সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন কেন? [ঢ. বো. '১৫]
 

ক) মানসিক অস্থিরতা দূর করতে	গ) বৈষম্য দূর করতে
-----------------------------	--------------------
৬. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সূর্যকে কী বলে সম্মোধন করেছেন?
 

ক) হে মার্ত্তন্ত	গ) হে উভাপদাতা
------------------	----------------
৭. সূর্যের কাছে কবি কোন অভাবের কথা বলেছেন?
 

ক) গরম কাপড়ের কথা	গ) উপোস থাকার কথা
--------------------	-------------------
৮. দরিদ্রনা শীতের সমস্য সারারাত কী জ্বালিয়ে রাখে?
 

ক) বাতি	গ) ক্যান
---------	----------
৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য কেমন পরিবারের সন্তান?
 

ক) উচ্চবিত্ত	গ) দরিদ্র
--------------	-----------
১০. সুকান্ত ভট্টাচার্য কেমন পরিবারের সন্তান?
 

ক) নিম্নবিত্ত	গ) নিম্ন মধ্যবিত্ত
---------------	--------------------

### ঘ টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



১০. "সকালের এক টুকরো রোদুর"- চরণটিতে 'রোদুর' বলতে বোঝানো হয়েছে—
 

ক) বৃষ্টিকে	গ) মেঘকে
-------------	----------
১১. সূর্যের উভাপে আমাদের কী পুড়বে?
 

ক) ইছা	গ) শরীর
--------	---------
১২. কোন সময়ের রোদকে সোনার থেকে দামি বলা হয়েছে?
 

ক) সকাল	গ) বিকাল
---------	----------
১৩. সকালের এক টুকরো রোদ, এক টুকরো সোনার চেয়েও—
 

ক) প্রয়োজনীয়	গ) উৎকৃষ্ট
----------------	------------
১৪. সূর্যের কাছ থেকে উভাপ পেরে পেরে আমরা কী হব?
 

ক) শক্তিশালী মানুষ	গ) বৈরাচারী দেবতা
--------------------	-------------------
১৫. রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটা মূলত কীসের প্রতীক?
 

ক) ছোট শিশুর প্রতীক	গ) অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরের প্রতীক
---------------------	----------------------------------
১৬. 'রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে'- 'প্রার্থী' কবিতায় এই চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে—
 

ক) এক বার	গ) দুই বার
-----------	------------
১৭. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি কেমন সমাজের ব্যব দেখেন?
 

ক) পুঁজিবাদী	গ) সাম্যবাদী
--------------	--------------
১৮. 'হিমশীতল' বলতে বোঝানো হয়েছে—
 

ক) শীতের মতো ঠাতা	গ) শিশিরের মতো ঠাতা
-------------------	---------------------
১৯. নিচের কোনটি সঠিক বানান?
 

ক) স্যাতস্যাতে	গ) সেতস্যাতে
----------------	--------------
২০. কবিতায় কবি কেমন সমাজের ব্যব দেখেন?
 

ক) পুঁজিবাদী	গ) সমাজতাত্ত্বিক
--------------	------------------

#### ঘ শব্দার্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 130

১৮. 'হিমশীতল'- বলতে বোঝানো হয়েছে—
 

ক) শীতের মতো ঠাতা	গ) শিশিরের মতো ঠাতা
-------------------	---------------------
১৯. নিচের কোনটি সঠিক বানান?
 

ক) স্যাতস্যাতে	গ) সেতস্যাতে
----------------	--------------
২০. কবিতায় কবি কেমন সমাজের ব্যব দেখেন?
 

ক) পুঁজিবাদী	গ) সমাজতাত্ত্বিক
--------------	------------------

- |   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ২০.   | ‘অগ্রিম’ শব্দটির অর্থ নিচের কোনটি?   | [য. বো. '১৭]              |
| ক   | আগুনের উভাপ  | খ আগুনের গোলা             |
| খ   | আগুনের শিখা  | ঘ আগুনের ঝঁঁয়া           |
| <b>পাঠের উদ্দেশ্য</b> ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 130 |  |                           |
| ২১.   | ‘প্রার্থী’ কবিতাটি পাঠ করলে অবহেলিত ও বঙ্গিতদের প্রতি শিক্ষার্থীদের—       |                           |
| ক   | মমতা সৃষ্টি হবে  | খ বৈষম্য সৃষ্টি হবে       |
| খ   | বিষেষ সৃষ্টি হবে   | ঘ করুণা তৈরি হবে          |
| ২২.   | ‘প্রার্থী’ কবিতা পড়ে অম, বজ্র ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় ছাঞ্ছাত্রীরা— |                           |
| ক   | উল্লসিত হবে  | খ উৎসাহিত হবে             |
| খ   | ব্যথিত হবে   | ঘ আনন্দিত হবে             |
| ২৩.   | ‘প্রার্থী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?                            | [দি. বো. '১৭]             |
| ক   | ছাড়পত্র   | খ অভিযান                  |
| খ   | পূর্বাভাস  | ঘ হরতাল                   |
| <b>পাঠ-পরিচিতি</b> ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 130    |  |                           |
| ২৪.   | আমাদের এই পৃষ্ঠিতে শক্তির মূল উৎস হলো—                                     |                           |
| ক   | নক্ষত্র  | খ সূর্য                   |
| খ   | চন্দ্র   | ঘ শুক্তারা                |
| ২৫.   | ‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন—                     |                           |
| ক   | দরিদ্ররা   | খ আশ্রয়হীন মানুষ         |
| খ   | কবি ষয়ং   | ঘ ধনী সম্পদায়            |
| ২৬.   | কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কেমন সমাজ গড়তে চান?                                |                           |
| ক   | শ্রেণিবেষ্যমূলক সমাজ   | খ দুঃখকষ্টহীন সমাজ        |
| খ   | বিভবান মানুষের সমাজ  | ঘ দরিদ্র মানুষের সমাজ     |
| <b>কবি-পরিচিতি</b> ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 130    |  |                           |
| ২৭.   | কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কবে জন্মগ্রহণ করেন?                                 |                           |
| ক   | ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে  | খ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে       |
| খ   | ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে  | ঘ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে       |
| ২৮.   | কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?                              |                           |
| ক   | কোটালিপাড়ায়  | খ গোপালগঞ্জ               |
| খ   | কলকাতা   | ঘ দিল্লি                  |
| ২৯.   | কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী কবি। নিচের কোন                   |                           |
| ক   | কবির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?                                   |                           |
| খ   | বুন্ধনের বসু   | খ মধুসূদন দত্ত            |
| ঘ   | সুফিয়া কামাল  | ঘ সুকান্ত ভট্টাচার্য      |
| ৩০.   | কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?                     |                           |
| ক   | ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে  | খ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে       |
| খ   | ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে  | ঘ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে       |
| ৩১.   | সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাধীনতা পজিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক?         |                           |
| ক   | কিশোর সভা  | খ রাজনীতি                 |
| খ   | রাষ্ট্রনীতি  | ঘ খেলাধুলা                |
| ৩২.   | ‘ঘূম নেই’ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন ধরনের গ্রন্থ?                           |                           |
| ক   | গল্পগ্রন্থ   | খ উপন্যাস                 |
| ঘ   | প্রবন্ধগ্রন্থ  | ঘ কাব্যগ্রন্থ             |
| ৩৩.   | সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন মৌগে মারা যান?                                      | [জ. বো. '১৬]              |
| ক   | যশ্মা  | খ ক্যান্সার               |
| খ   | আলসার  | ঘ হৃদরোগ                  |
| ৩৪.   | কবি সুকান্ত রচিত গ্রন্থ কোনটি?   | [য. বো. '১৬]              |
| ক   | মায়া কাজল   | খ মাটির কামা              |
| খ   | অভিযান   | ঘ ভানপিটে শওকত            |
| ৩৫.   | সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোথায়?                                   | [চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৬] |
| ক   | গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে  | খ যশোরের সাগরদাঁড়িতে     |
| ঘ   | গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়  | ঘ কুমারখালির শিলাইদহে     |

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

- বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কয়েকজন তরুণ-তরুণী রমনা এলাকার পথশিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে। নিজেদের খরচের টাকা বাঁচিয়ে তাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে। [ব. বো. '১৬]
৪৫. উদ্দীপকের তরুণ-তরুণীদের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি কুটে উঠেছে তা হলো—  
 i. মহানূভবতা  
 ii. মানবতা  
 iii. সহমর্মিতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 গ. ① i      ② i ও ii      ③ ii ও iii      ④ i, ii ও iii
৪৬. উদ্দীপকের কার্যক্রমের সাথে নিচের কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?  
 ① এইসব মৃচ্ছান মুখে দিতে হবে ভাষা  
 ② হে মহাজীবন, আর কাব্য নয়  
 ③ ঘুনের নেশায় আর করিব না আখেরের পথরোধ  
 ৰ. ④ তানন্দধারা বহিছে ভূবনে

৫. উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 "আমরা সিডি/তোমরা আমাদের মাড়িয়ে  
 প্রতিদিন অনেক উচ্চতে উঠে যাও/তারপর ফিরেও তাকাও না  
 পিছনের দিকে;  
 তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক/পদাঘাতে ক্রতবিক্রত হয়ে যায়  
 প্রতিদিন।"
৪৭. উদ্দীপকের কবিতাংশের সিডি 'প্রার্থী' কবিতার যাদের প্রতীক—  
 i. অবহেলিতদের  
 ii. লাঞ্ছিত-বিচ্ছিতদের  
 iii. সুকান্ত ভট্টাচার্যের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৪. ① i ও ii      ২. i ও iii      ৩. ii ও iii      ৪. i, ii ও iii
৪৮. 'প্রার্থী' কবিতার বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে উদ্দীপকের কবিতাংশে  
 যে বিষয়টি অনুধাবনীয় হয়ে ওঠে—  
 ১. ধনী-দরিদ্রে ভেদাভেদ নেই  
 ২. দরিদ্রদের মনে কোনো অত্যন্তি নেই  
 ৩. ধনীরা-দালানের ওপরের তলায় থাকে  
 ৪. দরিদ্রদের ব্যবহার করেই উচ্চবিত্তীরা ওপরে ওঠে

## গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

### শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত

- প্রশ্ন ১** সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা মতিন মিয়া সাভারের সম্পদশালীদের মধ্যে একজন। অনেক সম্পদের মালিক হলেও তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই। কুটপাতের পাশে বসবাসকারী অসহায় মানুষদের তিনি সাহায্য করেন। অসহায় মানুষদের কাছে মতিন মিয়া সূর্যের মতো।  
 ক. কবি সূর্যের কাছে কী প্রার্থনা করেছেন? ১  
 খ. 'আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জুলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২  
 গ. উদ্দীপকের মতিন মিয়ার আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা কর। ৩  
 ঘ. 'অসহায় মানুষের কাছে মতিন মিয়া সূর্যের মতো'— 'প্রার্থী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

### শিখনফল ১

- ক. ০ কবি সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন।  
 খ. ০ 'আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জুলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব' বলতে কবি অসহায় গরিব মানুষের জাগরণের সন্দাবনাকে বোঝাতে চেয়েছেন।  
 ০ 'প্রার্থী' কবিতায় অবহেলিত ও বঙ্গিত শিশুদের প্রতি কবির অসীম মমতা ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। দরিদ্র, অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিনিয়ত ধনীদের দ্বারা শোষিত, নির্বাতিত ও বঙ্গিত হচ্ছে। তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তাই কবি বিত্বানদের সতর্ক করে দিতে প্রশংসন্ত কথাটি বলেছেন। আমরা একদিন জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড হব, যে অগ্নিপিণ্ডের দ্বারা ধনিকশ্রেণির প্রাসাদ জুলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কবি এখানে তাদের সেই জাগরণের সন্দাবনাকে বোঝাতে চেয়েছেন।  
 গ. ০ উদ্দীপকের মতিন মিয়ার আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।  
 ০ সমাজের নিচুতলার মানুষ খাদ্য, বস্তু আর আধ্যাত্মিক অভাবে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করে। অন্যদিকে সমাজের উচ্চবিত্তীর বিলাসী জীবনযাপন করে। এই উচ্চতলার মানুষ যদি দরিদ্রদের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে অনুভব করে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তবে তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা অনেকাংশে লাঘব হবে।  
 ০ 'প্রার্থী' কবিতায় কবিও এ প্রত্যাশাই বাস্তু করেছেন। শীতের রাতে অসহায় মানুষ বন্ধের অভাবে প্রচণ্ড কষ্ট পায়। ফলে সকালের সূর্যের

আলো ও উভাপ তাদের কাছে সোনার চেয়েও দামি মনে হয়। কবি সমাজের উচ্চতলার মানুষকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাদের সহানুভূতিতে দূর হবে তাদের সব কষ্ট। উদ্দীপকের মতিন মিয়ার আচরণে কবির এ প্রত্যাশা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অনেক সম্পদের মালিক হলেও তার মনে কোনো অহংকার নেই। কুটপাতে বসবাসকারী অসহায় মানুষদের তিনি সাহায্য করেন, তাদের দুঃখ দূর করেন।

- ঘ. ০ 'অসহায় মানুষের কাছে মতিন মিয়া সূর্যের মতো'— 'প্রার্থী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।  
 ০ পৃথিবীসহ সৌরজগতের সব গ্রহ-উপগ্রহের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের তাপ ও আলোর কারণেই পৃথিবীতে জীবের জীবনধারণ সন্তুষ্ট হয়েছে। শীতে প্রতিটি শীতাত্ত্ব ব্যক্তির কাছেই সূর্যের তাপ পরম কামা।  
 ০ 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের জন্য সূর্যের কাছ থেকে তাপ ও আলো প্রার্থনা করেছেন। বন্ধুহীন মানুষেরা শীতের রাতে প্রচণ্ড কষ্ট করে। কবি এই মানুষদের দুঃখ দূর করার জন্য সূর্যের কাছে শক্তির প্রার্থনা করেছেন। উদ্দীপকের মতিন মিয়া সমাজের উচ্চতলায় বসবাস করলেও নিচুতলার মানুষদের তিনি ভুলে যাননি, কুটপাতের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।  
 ০ সূর্যের তাপ ও আলো শীতাত্ত্ব মানুষদের একমাত্র সম্বল। কবির চেয়ে বিত্বান মানুষেরা সূর্যের মতো। উদ্দীপকের মতিন মিয়া বিত্বান মানুষের প্রতিনিধি হলেও দরিদ্র অসহায়দের জন্য তার রয়েছে সহানুভূতিশীল হৃদয়।

### প্রশ্ন ২ বিষয় : নবজীবনের আশা।

আজি এ প্রভাতে রবির কর  
 কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,  
 কেমনে পশিল গৃহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।  
 না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

[তথ্যসূত্র : নির্বরের ধর্মতত্ত্ব— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

- ক. সূর্যকে কোথায় উভাপ আর আলো দেওয়ার কথা বলা হয়েছে? ১  
 খ. সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিয়ে কবি কী করতে চান? ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকের ভাবটির সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের মিল রয়েছে? ৩  
 ঘ. "ভাবের মিল থাকলেও কবিতার মূল চেতনা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।"— তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

► শিখনফল ১

## ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ০ সূর্যকে স্বাতসেতে ডিজে ঘরে উভাপ আর আলো দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

**খ.** ০ কবি সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিয়ে শোষণমুক্ত, অভাবমুক্ত এক শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে চান।

০ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মানবতাবাদী কবি। অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি তার অসীম মমতা। সব মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। সেই প্রেরণা নিয়ে তিনি এমন সমাজ গড়ে তুলতে চান, সেখানে মানুষ তার নায় অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে না। মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে তারা সমর্থ হবে। বন্ধুহীন শীতাত্ত মানুষের জীবন থেকে সব দৃঃখ্য-কন্ট চিরতরে ঘুচে যাবে। তাই কবি সূর্যের উভাপে জড়ত্ব পূড়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

**গ.** ০ উদ্দীপকের সঙ্গে ‘প্রার্থী’ কবিতার সূর্যের আলোয় মানুষের উজ্জীবিত হওয়ার দিকটির মিল রয়েছে।

০ প্রাকৃতিক সব উপাদানই আমাদের শরীর ও মনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যের তাপ ও আলো আমাদের মনপ্রাণ যেমন উজ্জীবিত করে তেমনি বন্ধুহীনদের শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা করে।

০ উদ্দীপকে সূর্যের আলোর ঘৰা নিজেকে উজ্জীবিত করার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় যেন প্রাণ নতুন করে উজ্জীবিত হচ্ছে। ‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্যের আলোর ছোঁয়া কীভাবে প্রতিনিয়ত মানুষের প্রাণকে গতি দেয়, বাঁচিয়ে রাখে সেদিকটি প্রকাশ পেয়েছে। অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য সূর্য কতটা জরুরি তা কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতার সূর্যের আলোয় মানুষের উজ্জীবিত হওয়ার দিকটির মিল রয়েছে।

**ঘ.** ০ “ভাবের মিল থাকলেও কবিতার মূল চেতনা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ আমাদের চারপাশে অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ রয়েছে। আমাদের সবাই উচিত এই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে সাহায্য করা।

০ উদ্দীপকে সূর্যের আলোয় প্রাণকে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া এবং অনুভব করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে ‘প্রার্থী’ কবিতার সূর্যের আলোয় প্রাণ সঞ্চারের পাশাপাশি তা অসহায় পরিব মানুষদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেদিকটি প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যের আলো ও উভাপ না থাকলে শীতাত্ত মানুষগুলো আশ্রয়হীনভাবে ধূকে ধূকে মরত। এছাড়াও সূর্যের আলো আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস সেদিকটিও ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়। এই বিষয়গুলো কবিতার মূল চেতনা।

০ উদ্দীপকে শুধু সূর্যের আলো প্রাণকে উজ্জীবিত করার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্যের আলোয় নিজের প্রাণকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের প্রতি কবির অপরিসীম মমতা এবং বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্র প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুরে ধ্বনিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, ভাবের মিল থাকলেও কবিতার মূল চেতনা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

## প্রশ্ন ০৩ বিষয়: অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি ও মানবিকবোধ।

শীতের সকালে ঢাকার ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রকি দেখতে পেল একটি ৮-১০ বছরের শিশু খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে তার মা হাঁড়িতে কিছু রান্না করছে। রকি এগিয়ে গিয়ে দেখে শিশুটি শীতে কাপছে। কাপড় দিয়ে ঘেরা ঘরের ডেতের দেখতে পেল শিশুটির বাবাও খালি গায়ে শীতের মধ্যে বসে বসে কাপছে। খুব মায়া হলো রকির। রকি পাশের বাজার থেকে কিছু কাপড়, সোয়েটার ও চাদর এনে শিশুটির বাবার হাতে দিল। কাপড় দেখে শিশুটি দোড়ে এলো আর কাপড়গুলো হাতে পেয়ে শিশুটির বাবার দুচোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ক. ‘প্রার্থী’ শব্দের অর্থ কী?

খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য বিপ্লবী কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন কেন? ১

গ. উদ্দীপকের শিশুটির অবস্থা কীভাবে ‘প্রার্থী’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তা দেখো। ২

ঘ. “‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্যের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে রকির ডেতের।”— মন্তব্যটি বিচার কর। ৩

৪

## ৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২ ও ৫

ক. ০ ‘প্রার্থী’ শব্দের অর্থ প্রার্থনাকারী বা আবেদনকারী।

খ. ০ সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অন্ন বয়সেই তিনি শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মৃত্তির আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

০ সুকান্তের কবিতায় ফুটে উঠেছে বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবনযন্ত্রণার বাস্তব চিত্র। আবার সেই সাথে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের সূর। তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে মানবমুক্তির গান। আর এ কারণেই তিনি বিপ্লবী কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

গ. ০ উদ্দীপকের শিশুটির অবস্থা ‘প্রার্থী’ কবিতায় রাস্তার পাশের উলঙ্গ শিশুর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

০ বাংলাদেশের ছয়টি ঝাতুর মধ্যে শীত অন্যতম। শীত ঝাতুর প্রভাব একেক শ্রেণির মানুষের কাছে একেক রকম। দরিদ্র মানুষের কাছে শীত একটা অভিশাপের মতো। কারণ গরম জামাকাপড়ের অভাবে মানুষ শীতে অনেক কন্ট সহ্য করে।

০ উদ্দীপকে ফুটপাতের পাশে বসবাসকারী ছিমূল পরিবারের শিশু দুর্ভোগের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। শীতের দিনে ৮-১০ বছরের একটি শিশু জামাকাপড়ের অভাবে কাতর হয়ে আছে। শীত নিবারণের জন্য সে মায়ের রান্নার চুলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ‘প্রার্থী’ কবিতাতেও এমনই এক উলঙ্গ ছেলে দেখতে পাওয়া যায়। শীত নিবারণের কোনো উপায় তার কাছে নেই। এক টুকরো কাপড় নেই তার কাছে যা দিয়ে সে শীত নিবারণ করতে পারবে। সূর্যের তাপই তার একমাত্র ভরসা। উদ্দীপকের শিশুটি ও ‘প্রার্থী’ কবিতার শিশু উভয়েই একই অবস্থার শিকার।

ঘ. ০ “‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্যের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে রকির ডেতের।”— মন্তব্যটি যথাযথ।

০ মানবতা মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। একের বিপদে অন্য মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মনের ডেতের এক ধরনের সমবেদনাবোধ অনুভূত হয়। এ কারণেই বলা হয় মানুষ মানুষেরই জন্য।

০ উদ্দীপকের রকি একজন মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ। শীতে কাতর মানুষদের জন্য রকির মনে সহানুভূতির জন্ম হয়েছে। বিপদ মানুষের প্রতি মায়া বা ভালোবাসার কারণে সে রাস্তার পাশের দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য শীতের পোশাক ও বাবহার্য অন্য পোশাক কিনে এনেছে। ‘প্রার্থী’ কবিতাটিতে আমরা দেখতে পাই সূর্যের তাপে শীত থেকে মৃত্তি পায় শত শত মানুষ। সূর্য শুধু মানুষকে শীত থেকে মৃত্তি দেয় না, সেই সাথে মানুষকে অনুপ্রাণিতও করে মানবিক বোধে। সেই অনুপ্রেরণাতেই মানুষ আরও বেশি মানবিক হয়ে ওঠে।

০ ‘প্রার্থী’ কবিতায় সূর্য তার তাপ দিয়ে, তেজ দিয়ে মানুষকে উপকৃত করেছে। শীতাত্ত মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয়েছে। তেমনি উদ্দীপকের রকিও সূর্যের মতো ছিমূল মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ়াস্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

## প্রশ্ন ০৪ ঢাকা বোর্ড ২০১৭

কুমিল্লা রেলস্টেশনের পাশে ফুটপাতে উদাস দৃষ্টিতে বসে আছে বৃন্দা হাজেরা বেগম। পৌষ মাসের গভীর রাত। পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি। ঘন কুয়াশার আড়ালে সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তার বিবর্ণ মুখের ঝাপসা চাহনি দেখা যাচ্ছিল। একদিন তার ঘামী-সংসার ছিল। আজ কেউ নেই তার পাশে। সারাদিন ডিঙ্কা, রাতে ফুটপাতে রাত কাটে।

- ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কবে জন্মগ্রহণ করেন? ১  
 খ. 'প্রাণী' কবিতায় 'রোদ্ধুরের তৎকা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২  
 গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'প্রাণী' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. "উদ্দীপকের হাজেরা বেগমের মতো অসহায় মানুষগুলোর জন্য সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসা উচিত।"— মন্তব্যটি 'প্রাণী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১ ও ২

- ক.** • সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।  
**খ.** • 'প্রাণী' কবিতায় 'রোদ্ধুরের তৎকা' বলতে প্রচন্ড শীতে সূর্যের উভাপ প্রত্যাশাকে বোঝানো হয়েছে।

• 'প্রাণী' কবিতায় কবি এ পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস সূর্যের কাছে উভাপের প্রাণী। গরিব-অসহায় মানুষের জন্য সূর্যই প্রধান অবলম্বন। কারণ তারা শীত নিবারণের উপযুক্ত গরম কাপড় পায় না। সারারাত শীতে কষ্ট করে অপেক্ষা করতে থাকে কখন সূর্য উঠবে, তাদের শরীরকে উষ্ণ করবে। জ্বলন্ত আগুনের পাশে দাঁড়ালে যেমন শীতাত্ত মানুষ আরাম পায়, সূর্যের নিচে দাঁড়ালেও তারা শীত থেকে রক্ষা পায়। অসহায় মানুষের রোদের জন্য অপেক্ষাকেই কবি 'রোদ্ধুরের তৎকা' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

**গ.** • উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'প্রাণী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে অসহায় মানুষের শীতে কষ্ট পাওয়ার দিক থেকে।

• বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শীতের সময় বন্ধের অভাবে তারা শীত নিবারণের জন্য সূর্যকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে মনে করে।

• উদ্দীপকে একজন অসহায় বৃক্ষার শীতে কষ্ট-যন্ত্রণা পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সে পৌষ্ঠের গভীর রাতে রেলস্টেশনের ফুটপাতে সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলোর নিচে বসে থাকে। এক সময় তার স্বামী-সংসার সবকিছু ছিল, কিন্তু আজ সে একা। ভিক্ষা করে তার জীবন চলে। শীতের গরম কাপড় কেনার মতো তার ক্ষমতা নেই। তার এভাবে রাত কাটানো 'প্রাণী' কবিতায় প্রতিফলিত শীতাত্ত মানুষের রাত কাটানোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেখানেও দরিদ্র অসহায় মানুষগুলো শীতের রাতে গরম কাপড়ের অভাবে কষ্ট পায়। তারা সূর্যের উভাপের অপেক্ষায় থাকে সারা রাত। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'প্রাণী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে অসহায় মানুষের শীতে কষ্ট পাওয়ার দিক থেকে।

**ঘ.** • "উদ্দীপকের হাজেরা বেগমের মতো অসহায় মানুষগুলোর জন্য সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসা উচিত।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• দরিদ্র, অসহায়, খেটে খোওয়া মানুষ প্রতিনিয়ত ধনীদের হারা শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর গরিব হচ্ছে আরও গরিব। মানবিক দিক থেকে অসহায়-দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানৃতিশীল হওয়া অবস্থাপ্রদের নৈতিক দায়িত্ব।

• উদ্দীপকের হাজেরা বেগম দরিদ্র ও অসহায়, তার স্বামী-সংসার নেই। ভিক্ষা করে তাকে জীবন চালাতে হয়। পৌষ্ঠের শীতে সে স্টেশনের ফুটপাতে রাত কাটায়। তার এ অসহায় জীবনযাপনে সামর্থ্যবানরা যদি এগিয়ে আসত তাহলে তার কষ্ট লাঘব হতো। 'প্রাণী' কবিতায় কবিও এরূপ আচ্ছান করেছেন। তিনি সূর্যকে এসে শীতাত্ত মানুষের মাঝে উভাপ ছড়াতে বলেছেন। সূর্যের উভাপ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কবি মূলত নিচু তলার মানুষের প্রতি সামর্থ্যবানদের সদয় দৃষ্টি কামনা করেছেন।

• 'প্রাণী' কবিতার কবি এ পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস সূর্যের কাছে উভাপ প্রার্থনা করেছেন অসহায় শীতাত্ত মানুষের শীত দূর করার জন্য। সূর্যের মতো আমাদের সমাজের বিভিন্নরা যদি এসব অসহায় মানুষের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তারা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ০৫ যশোর বোর্ড ২০১৭

অনাথ কিশোর সাগর ছিল বন্দু গায়ে দিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খায়। একদিন আরিফ সাহেবের কাছে ভিক্ষা চায়। তিনি দেখলেন সাগর শীতে থরথর করে কাঁপছে। আরিফ সাহেব তাকে কাছে ডেকে নিলেন। তাকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিলেন। আরিফ সাহেব এভাবেই অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা করেন।

ক. কবি কাকে উভাপ দিতে বলেছেন? ১

খ. 'ধান কাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলি'— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রাণী' কবিতার যে দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চেয়ে 'প্রাণী' কবিতার মূলভাব আরও ব্যাপক"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

## ৫নং প্রশ্নের উত্তর ► শিখনফল ২

**ক.** • কবি রাস্তার ধারের উলঙ্গ শিশুকে উভাপ দিতে বলেছেন।

**খ.** • 'ধান কাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলি' বলতে কবি কৃষকের আনন্দঘন দিনগুলোকে বুঝিয়েছেন।

• কৃষক অনেক পরিশ্রম করে যাঠে ফসল ফলায়। কৃষক সেই ফসলের জন্য অপেক্ষা করে কখন ধান পাকবে এবং কাটার উপযুক্ত হবে। ধান কাটার এই দিন কৃষকের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। কারণ কৃষকের পরিশ্রমের এই ফসলগুলোই তার সমস্ত অভাব দূর করবে। এ কারণেই কবি ধান কাটার দিনগুলোকে রোমাঞ্চকর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

**গ.** • উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রাণী' কবিতায় কবির দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি প্রকাশিত গভীর মমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• মানবতাবোধ মানুষের চরিত্রে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদী মানুষের মনে মমত্ববোধ থাকার কারণে তাদের মন অনেক উদার হয়। এজন্য অন্যের কষ্টে তাদের মনে সমবেদনা জন্মে এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

• উদ্দীপকের বিষয়বস্তুতে অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অনাথ কিশোর সাগরের গায়ে ছিল বন্দু ও প্রচন্ড শীতে তার অসহায় অবস্থা দেখে আরিফ সাহেবের মাঝে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। অসহায় সাগরের প্রতি গভীর মমতা থেকেই তিনি তাকে নতুন জামা কিনে দেন। 'প্রাণী' কবিতার কবির মানসিকতাতেও অসহায় দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য দরিদ্র বন্দুহীন মানুষের দৃঢ়-দৰ্দশা অনুভব করে সূর্যের কাছে উভাপের প্রার্থনা করেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি গভীর মমতা থেকেই কবি সূর্যের কাছে উভাপের প্রাণী হয়েছেন। 'প্রাণী' কবিতার এ দিকের সাথেই উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.** • "উদ্দীপকের চেয়ে 'প্রাণী' কবিতার মূলভাব আরও ব্যাপক"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• আমাদের সমাজের ধনিক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে সমাজের মানুষের মাঝে উচু-নিচু ভেদাভেদে সৃষ্টি করে রেখেছে। যারা মহান ও উদার প্রকৃতির মানুষ তারা এই বৈষম্য দেখে কষ্ট পান। দরিদ্র ও আশ্রয়হীন মানুষের জন্য তারা সহানৃতিশীল হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

• উদ্দীপকের মূলভাবে দরিদ্র-অসহায় মানুষের প্রতি মমত্ববোধের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বন্দুহীন অসহায় কিশোর সাগরের সাহায্যে আরিফ সাহেবের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রাণী' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও অবহেলিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন করেছেন। সেই সাথে অবহেলিত মানুষের প্রতি কবি অসীম মমত্ববোধ থেকে সূর্যকে প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সাম্যবাদী সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন।

• উদ্দীপকে শুধু দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু 'প্রাণী' কবিতায় দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের প্রতি কবির ভালোবাসা প্রকাশের পাশাপাশি একটি সুন্দর, ভেদাভেদহীন, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আশাবাদও ব্যক্ত হয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, 'প্রাণী' কবিতার মূলভাব আরও ব্যাপক। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ০৬ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

- সমাপনী পরীক্ষার পর স্বপ্ন দেশের বাড়ি সিলেট যাওয়ার পরিকল্পনা করল। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টিকেট নিয়ে যাওয়ার পথে দেখল, রাস্তার দু-পাশে ও স্টেশনের বাইরে অনেক মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে। এটা দেখে স্বপ্ন খুব কষ্ট অনুভব করল। স্বপ্ন বাড়ি না গিয়ে 'শ্যামা' টিকি চানেলের সাথে শীতাত্ত মানুষের তথ্যচিত্র প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- ক. সুকান্ত ডট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. হিমশীতল রাতে আমরা সূর্যের প্রতীক্ষায় কেন থাকি? ২
- গ. স্বপ্নের দেখা দৃশ্যের সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার কোন দিকটি সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "স্বপ্নের পরিবর্তিত পরিকল্পনার মধ্যে কবির ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।" — 'প্রার্থী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪ ও ৫

- ক.** • সুকান্ত ডট্টাচার্য কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- খ.** • শীত নিবারণ করার যথেষ্ট উপকরণ আমাদের নেই বলে হিমশীতল রাতে আমরা সূর্যের প্রতীক্ষায় থাকি।
- শীতের সময় সূর্যের আলো প্রত্যেক শীতাত্ত ব্যক্তির কাছেই পরম কামা বস্তু। কিন্তু রাতে সূর্য থাকে না। শীত নিবারণের যথেষ্ট উপকরণ নাথাকার কারণেই মূলত শীতের রাতে প্রভাতী সূর্যের প্রতীক্ষা করি।
- গ.** • স্বপ্নের দেখা দৃশ্যের সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার সমাজের দরিদ্র মানুষের শীতের রাতে মানবেতের জীবনযাপনের দিকটি সম্পর্কিত।
- শীতে আমাদের সমাজের দরিদ্রের শীতে কষ্ট পায়। দারিদ্র্যের কারণে তারা শীত নিবারণের উপকরণও জোগাড় করতে পারে না।
- উদ্দীপকের স্বপ্ন দেখে কমলাপুর রেলস্টেশনে অসহায় কিছু দরিদ্র মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তাদের শীত নিবারণের জন্য শীতের কাপড় নেই। তাদের থাকারও জায়গা নেই। তারা রাস্তার দুপাশে ও স্টেশনের বাইরে থাকে। উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'প্রার্থী' কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে। কবি মমতা দিয়ে তুলে ধরেছেন সমাজের সেসব মানুষের কথা, যারা সূর্যের উত্তাপের জন্য সারা রাত অপেক্ষা করে। তাদের আশয় নেই, শীত নিবারণের বন্ধ নেই। গরম কাপড়ের অভাবে তারা সারা রাত খড়কুটো জ্বালিয়ে অথবা একটুকরো কাপড়ে কান ঢেকে বহু কষ্টে শীত আটকানোর বৃথা চেষ্টা করে। তাই বলা যায় যে, স্বপ্নের দেখা দৃশ্যের সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার সমাজের নিচুতলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শীতের রাতে মানবেতের জীবনযাপনের দিকটি সম্পর্কিত।
- ঘ.** • "স্বপ্নের পরিবর্তিত পরিকল্পনার মধ্যে কবির ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে" — মন্তব্যটি যথার্থ।
- বঙ্গিত মানুষের জীবনব্লগা তখনই হ্রাস পাবে যখন সমাজের সব মানুষ সচেতন হয়ে উঠবে। দারিদ্র্যের করুণ অবস্থা দেখে তাদের হৃদয়ে মমতা ও ভালোবাসা জন্মালেই দরিদ্রের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। তাহলে সমাজে সাম্য ও ভাস্তু সৃষ্টি হবে।
- 'প্রার্থী' কবিতায় কষ্ট পাওয়া বন্ধুইন আশ্রয়ইন শীতাত্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। কবি সমাজের এসব মানুষের জন্য সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত ও বঙ্গিত শিশুদের প্রতি তাঁর অসীম মমতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এমন সমাজ গড়তে যেখানে বন্ধুইন শীতাত্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যাবে। উদ্দীপকের স্বপ্নের পরিবর্তনও এই মমত্বোধ থেকেই জন্ম নেয়। সেও শীতাত্ত মানুষের কষ্টে কষ্ট অনুভব করে। এদের এই কষ্ট দূর করতে সে তথ্যচিত্র প্রস্তুতির পদক্ষেপ নেয়।
- 'প্রার্থী' কবিতায় কবি প্রত্যাশা করেছেন একদিন এই পৃথিবী হবে সাম্য ও ভাস্তুত্বে। সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। স্বপ্নের

পরিবর্তিত পরিকল্পনার মধ্যে কবির সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। কারণ সে নিজের বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করতে উন্মুক্ত হয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ০৭ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬

যেখায় মানুষ মানুষেরে

বাসতে পারে ভালো  
প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে  
জ্বালতে পারে আলো,  
সেই জগতের কান্না-হাসির  
অন্তরালে ভাই

আমি হারিয়ে যেতে চাই।

- ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ কীসের জন্য প্রতীক্ষা করে? ১
- খ. কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'প্রার্থী' কবিতায় চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও 'প্রার্থী' কবিতার পরিসর আরও বৃহৎ।" — মন্তব্যটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

- ক.** • কৃষকের চঞ্চল চোখ ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলোর জন্য প্রতীক্ষা করে।
- খ.** • শীতাত্ত মানুষের জন্য কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন।
- আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের বিকিরিত তাপের সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উভিদ, জীবজ্ঞ ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে আশ্রয়ইন, বন্ধুইন মানুষ এই তাপের জন্যই সারারাত অপেক্ষা করে। তাই কবি তাদের জন্য সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন।
- গ.** • উদ্দীপকে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো মানবপ্রেম।
- মানবতা বা মানবপ্রেম সবচেয়ে বড় ধর্ম। মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা ও ভালোবাসা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হওয়াই মানবতার লক্ষণ।
- মানবপ্রেম বা মানুষকে ভালোবাসতে পারার মাঝে জীবনের মহত্ব নিহিত থাকে। প্রতিবেশীর দুঃখে এগিয়ে আসা, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার মাঝেও এক ধরনের তৃণি রয়েছে। উদ্দীপকের কবি সেই তৃণি পেতে চান। মানুষ যেখানে মানুষকে ভালোবাসে অন্যকে সুখী করতে চেষ্টা করে কবি সেখানে হারিয়ে যেতে চান। কবির এ আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতা বা মানবপ্রেমের মানসিকতা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে। অবহেলিত ও বঙ্গিত শিশুর প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন অসীম ভালোবাসা। তিনি চান এমন সমাজ গড়তে যেখানে বন্ধুইন শীতাত্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যাবে। কবির এ আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে মানবতা বা মানবপ্রেম। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো মানবপ্রেম।
- ঘ.** • "উদ্দীপক ও 'প্রার্থী' কবিতায় চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও 'প্রার্থী' কবিতার পরিসর আরও বৃহৎ" — মন্তব্যটি যথার্থ।
- পৃথিবীর সকল মানুষ সমান। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য বিভেদের দেয়াল টেনে উঁচু-নিচু ভেদ সৃষ্টি করে। ঐসব মানুষের জন্য সমাজের তথাকথিত নিচু শ্রেণির মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শেষ থাকে না।

- উদ্বীপকের কবিতাংশের কবি ও 'প্রার্থী' কবিতার কবির চেতনা একই। তাঁরা উভয়েই মানবতার কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। উদ্বীপকের কবিতাংশের কবি সেই জায়গায় হারিয়ে যেতে চান যেখানে মানবতা থাকবে, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, অন্যের দৃঃখ-কষ্টে সাহায্য করবে। 'প্রার্থী' কবিতায়ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য চেয়েছেন সাম্য ও ভাত্তচূপূর্ণ দৃঃখ-দুর্দশাহীন সমাজ। যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যেখানে নিচু শ্রেণির মানুষরাও সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে।
- 'প্রার্থী' কবিতায় অবহেলিত ও বঙ্গিত মানুষদের প্রতি কবির অকৃতিম ভালোবাস ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবি বন্ধুবানী, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষকে অবণ্ণীয় কট-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কবি তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন প্রত্যাশা করেছেন। সূর্যের কাছ থেকে মানবতার শিক্ষা নিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে উদ্বীপকের কবি শুধু একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রত্যাশা করেছেন। যেখানে তিনি হারিয়ে যেতে পারেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ৩৮ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

- দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঝগ  
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,  
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,  
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,  
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি—  
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান—  
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
- ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন রোগে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. এক টুকরো রোদকে সোনার চেয়ে দামি মনে করা হয় কেন? ২
- গ. উদ্বীপকে 'প্রার্থী' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে—  
বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকটি অনেকাংশে 'প্রার্থী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে—  
উক্তিটি বিচার কর। ৪

৮মং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ সুকান্ত ভট্টাচার্য যক্ষা রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

খ. ০ শীতের সকালের এক টুকরো রোদ শীতবন্ধুবানী মানুষদের উত্তাপ দেয়  
বলে শীতের সকালের রোদকে কবি সোনার চেয়েও দামি বলেছেন।

### অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। ফ্রিজে রাখা ড্রিংকসের বোতলটি কে নিয়েছে জানতে চাইলে দশ  
বছরের মেয়ে কুসুম ঘটপট বলে— কাজের বুয়াকে দিয়ে দিয়েছি,  
মা। মা বললেন, 'আমাকে না জানিয়ে এ কাজ তুমি কেন  
করেছ?' কুসুমও নিঃসংকোচে বলে— 'বললে তুমি যদি নিষেধ  
কর, তাই....।' দরিদ্র মানুষের প্রতি হোট কুসুমের এমন  
চেতনায় মনের অঙ্গালে চোখে ঝল চলে আসে মা সেতারা  
বেগমের।
- ক. 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১
- খ. শীতের সকালের এক টুকরো রোদকে কবি সোনার  
চেয়েও দামি বলেছেন কেন? ২
- গ. উদ্বীপকের কুসুমের মাঝে 'প্রার্থী' কবিতার কবির যে দিক  
কুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকটি 'প্রার্থী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে কি?  
তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থান কর। ৪

- ০ পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের উত্তাপের জন্য  
বন্ধুবানী, আশ্রয়বন্ধু শীতার্ত মানুষ সারা রাত অপেক্ষা করে। দরিদ্র  
মানুষদের কাছে সূর্যের উত্তাপ বহু আকস্মিক। তাই কবি শীতের  
সকালের এক টুকরো রোদকে সোনার চেয়েও দামি বলেছেন।

- গ. ০ উদ্বীপকে 'প্রার্থী' কবিতায় প্রকাশিত দরিদ্র, অসহায় মানুষের  
প্রতি মমতা ও সহমর্মিতার দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

- ০ উদ্বীপকে যারা হাতুড়ি, শাবল চালায় সেই শান্মিক, মুটে, মজুর,  
কুলিদের প্রতি কবির সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। যারা  
সভ্যতার উৎকর্ষতার জন্য শরীরে ধূলি মাখিয়েছে কবি তাদের উত্থানের  
প্রত্যশা করেছেন। 'প্রার্থী' কবিতায়ও এ বিষয়টি উঠে এসেছে। যারা  
প্রচণ্ড শীতে বন্ধুবানী, অসহায় কবি তাদের জন্য সূর্যের কাছে উত্তাপ  
প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত, বঙ্গিত মানুষের প্রতি কবির অসীম  
মমতা। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান যেখানে এসব মানুষের দৃঃখ  
চিরতরে ঘুচে যায়। কবিতার এ সমবেদনা ও সহমর্মিতার দিকটিই  
উদ্বীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

- ঘ. ০ উদ্বীপকটি অনেকাংশে 'প্রার্থী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে—  
মন্তব্যটি যথার্থ।

- ০ রিদ্র, অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিনিয়ত ধনী ও প্রভাবশালীদের  
বারা শেষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা  
থেকে বঙ্গিত হচ্ছে। ফলে তারা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে। এই বৈষম্য  
যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের দেশ ও সমাজের উন্নতি হবে না।

- ০ উদ্বীপকে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা  
প্রকাশ করে কবি বলেছেন যারা হাতুড়ি, শাবল চালায়, মানুষকে ভালো  
রাখতে যারা পবিত্র অঙ্গে ধূলি মাখায় তাদের উত্থানের দিন এসে গেছে।  
উদ্বীপকের এ ভাবটি 'প্রার্থী' কবিতার মূলভাবের ধারক। কারণ কবিতায়ও  
অবহেলিত, বঙ্গিত মানুষের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

- ০ 'প্রার্থী' কবিতায় কবি প্রচণ্ড শীতে যারা বন্ধুবানী থাকে তাদের জন্য  
সূর্যের উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি  
গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন। কবি এমন এক  
সমাজ গড়তে চান যেখানে অবহেলিত, বঙ্গিত মানুষের জীবন থেকে  
সব দৃঃখ চিরতরে ঘুচে যায়। উদ্বীপকের কবিতাংশেও কবিতার এই  
ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।



### মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

- ২। এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিন্ট শিশুগুলি  
পরনে নেই হেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,  
সারাদিনের অনাহারে শুক্র বদনখানি ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুঁশ,  
তাতে জ্বরের ধূকধূকানি,  
অবতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,  
ক্ষুদ ঘাটাও তাও জোটে না ক' সারাটা দিন খেটে,  
এদের ফেলে ওগো ধনী,  
ওগো দেশের রাজা!

কেমন করে রোচে মুখে মন্ডা মিঠাই খাজা?

[ওদের জন্য মমতা— কাঞ্চী নজরুল ইসলাম]

- ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১

- খ. কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন কেন? ২

- গ. উদ্বীপকে "প্রার্থী" কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন  
ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. "উদ্বীপকের শেষের দুই পঞ্চক্ষণি 'প্রার্থী' কবিতায় বর্ণিত  
কবির চেতনারই প্রতিরূপ।" — প্রমাণ কর। ৪

## জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

### প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। সুকান্ত ডট্টাচার্যের মৃত্যু সন কত? [চ. বো. '১৬]  
উত্তর : সুকান্ত ডট্টাচার্যের মৃত্যু সন হলো ১৯৪৭।
- প্রশ্ন ২। সকালের এক টুকরো রোদুর কীসের চেয়ে দামি? [সি. বো. '১৪]  
উত্তর : সকালের এক টুকরো রোদুর এক টুকরো সোনার চেয়েও দামি।
- প্রশ্ন ৩। সুনীর্ধ রাত কেমন?  
উত্তর : সুনীর্ধ রাত হিমশীতল।
- প্রশ্ন ৪। আমাদের কীসের অভাব যা সূর্য জানে?  
উত্তর : আমাদের গরম কাপড়ের অভাব যা সূর্য জানে।
- প্রশ্ন ৫। আমরা হিমশীতল সুনীর্ধ রাত কার প্রতীক্ষায় থাকি?  
উত্তর : আমরা হিমশীতল সুনীর্ধ রাত সূর্যের প্রতীক্ষায় থাকি।
- প্রশ্ন ৬। আজ আমরা কীসের অকৃপণ প্রার্থী?  
উত্তর : আজ আমরা সূর্যের উভাপের অকৃপণ প্রার্থী।
- প্রশ্ন ৭। কখন রৌদ্রকে সোনার চেয়ে দামি মনে হয়?  
উত্তর : শীতের সকালে রৌদ্রকে সোনার চেয়ে দামি মনে হয়।

### প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। “কত কটে আমরা শীত আটকাই!”— চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
উত্তর : প্রশ়ঙ্খে চরণটি দ্বারা অসহায়ের আর্তনাদকে বোঝানো হয়েছে।

### অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

**কর্ম-অনুশীলন** ‘সামাজিক বৈষম্য জাতীয় অঞ্চলিতে পথে প্রধান বাধা’— এই মতের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর (দলগত কাজ)।

► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 130

**সমাধান :**

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

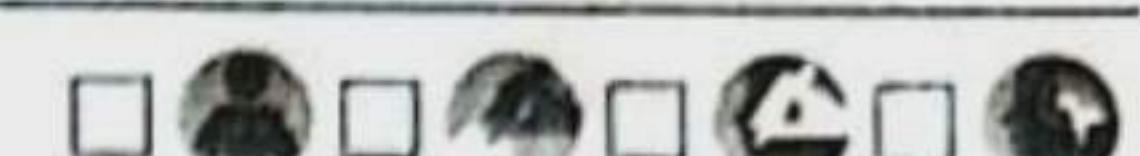
কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং বিতর্ক করার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

**কাজের নির্দেশনা :**

১. বিতর্ক করার ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় সেগুলো আগে জেনে নাও।
২. সবাই মিলে দুটি দল গঠন করে কে, কোন পক্ষে বিতর্ক করবে সেটি নির্ধারণ করে নাও।
৩. যে বিষয়ে বিতর্ক করবে সে সম্পর্কে আগে থেকে পড়াশোনা করে, নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করে নাও।
৪. কয়েকজন শিক্ষককে বিচারক হিসেবে থাকার জন্য অনুরোধ করে বিতর্কটি আয়োজন কর।

**কাজের বর্ণনা :** নিজেরা চেষ্টা কর।

### টপিকের ধারায় প্রণীত



আমাদের চারপাশে এমন অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ আছে যারা অবহেলিত ব্যক্তি। তারা শীতের রাতে থালি গায়ে সূর্যের তাপের অপেক্ষা করে। কারণ তাদের শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক নেই। প্রশ়ঙ্খে চরণটি দ্বারা তাদের এই অসহায় আর্তনাদকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২। ‘আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব’— কবি একথা কেন বলেছেন?

উত্তর : ‘আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব’ কথাটির মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের অভাব ও দারিদ্র্যের কথা।

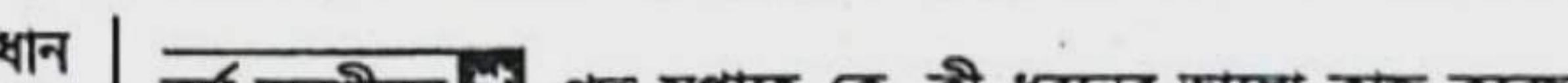
আমাদের দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলো শীতে অনেক কষ্ট পায়। কারণ শীতের সময় শীত নিবারণের জন্য তাদের সামান্য গরম কাপড়ও থাকে না। তারা সূর্যের আলো ও তাপের ওপর নির্ভর করে। তাই কবি বলেছেন, ‘আমাদের গরম কাপড়ের অনেক অভাব।’

প্রশ্ন ৩। কবি সুকান্ত ডট্টাচার্য সমাজে কী চেয়েছেন?

উত্তর : কবি সুকান্ত ডট্টাচার্য সমাজে সাম্য চেয়েছেন।

অগ্রহীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন মানুষের দৃঃখ-দুর্দশা দেখে কবির হৃদয় ব্যথিত হয় বলে কবি সমাজে সাম্য চেয়েছেন। আর এ জন্য কবি সূর্যের কাছে প্রার্থনাও করেন উভাপ পাওয়ার জন্য, যাতে একদিন সবাই একটা জলন্ত অঞ্চলিকে পরিণত হতে পারে। আর সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

### পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত



**কর্ম-অনুশীলন** গত সপ্তাহে কে, কী ধরনের ভালো কাজ করেছে, এর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর। (একক কাজ)।

► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 131

**সমাধান :**

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : ভালো কাজ করার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা।

**কাজের নির্দেশনা :**

১. গত সপ্তাহে তুমি কী ধরনের ভালো কাজ করেছে প্রথমে সেগুলো মনে করার চেষ্টা কর।
২. ভালো কাজগুলোর একটি তালিকা সুন্দরভাবে তৈরি কর।
৩. তোমার করা তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

**কাজের বর্ণনা :** নিজেরা চেষ্টা কর।



সুপার সাজেশন্স



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
০ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।	
০ সুজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫	৬, ৮
০ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩	৫, ৬
০ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	৩





# যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য  
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাধক

## ১ ক্লাস টেস্ট

### বাংলা প্রথম পত্র

#### অষ্টম শ্রেণি

##### বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পরোচ্চ কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। ]

১. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সূর্যের অবদান থেকে কী নিতে চান?  
ক) প্রেরণাভূত শক্তি      গ) আলো      ব) তেজ
২. সকালের এক টুকরা রোদকে কবি 'প্রার্থী' কবিতায় কীসের সাথে তুলনা করেছেন?  
ক) ইরা      গ) সোনা  
ব) কৃষক      দ) গরম কাপড়
৩. আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস হলো—  
ক) নক্ষত্র      ব) সূর্য      দ) চন্দ্র      গ) শুক্রতারা
৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন রোগে মারা যান?  
ক) যক্ষা      ব) ক্যাসার  
গ) আলসার      দ) হৃদরোগ
৫. কবি সুকান্ত কত বছর বয়সে মারা যান?  
ক) ২০      ব) ২১      গ) ২২      দ) ২৩
৬. সূর্যের উভাপে আমাদের কী পুঁজে?  
ক) ইচ্ছা      ব) শরীর  
গ) জড়তা      দ) আকাশকা
৭. কোন সময়ের রোদকে সোনার থেকে দামি বলা হয়েছে?  
ক) সকাল      ব) বিকাল      গ) সন্ধ্যা      দ) দুপুর

৮. দরিদ্রা শীতের সময় সারাবাত কী জ্বালিয়ে রাখে?  
ক) বাতি      ব) ফ্যান      গ) খড়কুটোভু      ঘ) মশাল
৯. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন?  
ক) স্বাধীনতা      ব) কবিতা  
গ) বিজলী      ঘ) প্রগতি
১০. কটে আমরা শীত আটকাই কীভাবে?  
i. খড়কুটো জ্বালিয়ে  
ii. কাপড়ে কান ঢেকে  
iii. চুলার আগুনে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii      ব) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
১১. উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উভর দাও :  
বিষ্঵বিদ্যালয় পড়ুয়া কয়েকজন তরুণ-তরুণী রয়েনা এলাকার পথশিশুদের সেখাপড়ার বাবস্থা করে। নিজেদের খরচের টাকা বাঁচিয়ে তাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে।  
উদ্দীপকের তরুণ-তরুণীদের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—  
i. মহানূভবতা      ii. মানবতা  
iii. সহযোগিতা

১২. নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i      ব) i ও ii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii  
উদ্দীপকের কার্যক্রমের সাথে নিচের কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?  
ক) এইসব মৃচ্ছান মুখে দিতে হবে ভাষা  
ব) হে মহাজীবন, আর কাব্য নয়  
গ) খুনের নেশায় আর করিব না আখেরের পথরোধ  
ঘ) আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
১৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাধীনতা পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক?  
ক) কিশোর সভা      ব) রাজনীতি  
গ) রাষ্ট্রনীতি      ঘ) খেলাধুলা
১৪. 'মুম নেই' সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন ধরনের গ্রন্থ?  
ক) গল্পগ্রন্থ      ব) উপন্যাস  
গ) প্রবন্ধগ্রন্থ      ঘ) কাব্যগ্রন্থ
১৫. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
ক) কোটালিপাড়ায়      ব) গোপালগঞ্জ  
গ) কলকাতা      ঘ) দিল্লি

##### সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

##### যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

১. আজি এ প্রভাতে রবির কর  
কেমনে পশ্চিম প্রাণের 'পর,  
কেমনে পশ্চিম গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!  
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।  
ক. সূর্যকে কোধায় উভাপ আর আলো দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?      ১  
খ. সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিরে কবি কী করতে চান? ব্যাখ্যা কর।      ২  
গ. উদ্দীপকের ভাবটির সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের মিল রয়েছে?      ৩  
ঘ. "ভাবের মিল থাকলেও কবিতার মূল চেতনা উদ্দীপকে  
অনুপস্থিতি।"— তোমার উভরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।      ৪
২. কুমিল্লা রেলস্টেশনের পাশে ফুটপাতে উদাস দৃষ্টিতে বসে আছে বৃন্দা  
হাজেরা বেগম। পৌর মাসের গভীর রাত। পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি।  
ঘন কুয়াশার আড়ালে সোজিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তার বিবর্দ্ধ  
মূখের বাপসা চাহনি দেখা যাচ্ছিল। একদিন তার স্বামী-সংসার ছিল।  
আজ কেউ নেই তার পাশে। সারাদিন ডিক্ষা, রাতে ফুটপাতে রাত  
কাটে।  
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কবে জন্মগ্রহণ করেন?  
খ. 'প্রার্থী' কবিতায় 'রোদুরের তৃক্ষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?      ২  
গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।      ৩  
ঘ. "উদ্দীপকের হাজেরা বেগমের মতো অসহায় মানুষগুলোর জন্য  
সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসা উচিত।"— মতব্যটি 'প্রার্থী' কবিতার  
আলোকে বিশ্লেষণ কর।      ৪

৩. অনাথ কিশোর সাগর ছিন বন্ধ গায়ে দিয়ে মানুষের বাবে বাবে ডিক্ষা  
করে থায়। একদিন আরিফ সাহেবের কাছে ডিক্ষা চায়। তিনি দেখলেন  
সাগর শীতে থরথর করে কাঁপছে। আরিফ সাহেব তাকে কাছে ডেকে  
নিলেন। তাকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিলেন। আরিফ সাহেব  
এভাবেই অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা করেন।  
ক. কবি কাকে উভাপ দিতে বলেছে?  
খ. 'ধান কাটার রোমাঙ্ককর দিনগুলি'— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?  
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ  
তা ব্যাখ্যা কর।      ৩  
ঘ. 'উদ্দীপকের চেয়ে 'প্রার্থী' কবিতার মূলভাব আরও ব্যাপক'—  
মতব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।      ৪
৪. সমাপনী পরীক্ষার পর ষপ্টা দেশের বাড়ি সিলেট যাওয়ার পরিকল্পনা  
করল। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টিকেট নিয়ে যাওয়ার পথে দেখল,  
রাস্তার দু-পাশে ও স্টেশনের বাইরে অনেক মানুষ শীতে কট পাঞ্চে। এটা  
দেখে ষপ্টা বুব কট অনুভব করল। ষপ্টা বাড়ি না গিয়ে 'শ্যামা' টিভি  
চ্যানেলের সাথে শীতাত্ত মানুষের তথ্যচিত্র প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।  
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোধায় জন্মগ্রহণ করেন?  
খ. হিমশীতল রাতে আমরা সূর্যের প্রতীক্ষায় কেন ধাকি?  
গ. ষপ্টা দেখা দৃশ্যের সঙ্গে 'প্রার্থী' কবিতার কোন দিকটি সম্পর্কিত?  
ব্যাখ্যা কর।      ৩  
ঘ. "ষপ্টা পরিবর্তিত পরিকল্পনার মধ্যে কবির ইচ্ছারই প্রতিফলন  
ঘটেছে।"— 'প্রার্থী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।      ৪

##### ✓ উভরমালা ► বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

- |   |    |   |    |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|---|----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ১ | ক) | ২ | ব) | ৩ | ৩ | ৪ | ক) | ৫ | ব) | ৬ | গ) | ৭ | ক) | ৮ | গ) | ৯ | ক) | ১০ | ক) | ১১ | গ) | ১২ | ক) | ১৩ | ক) | ১৪ | ব) | ১৫ | গ) |
|---|----|---|----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

##### ✓ উভরসূত্র ► সূজনশীল প্রশ্ন

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ১ ► 376 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ► 377 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ► 378 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ► 379 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উভর |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|